বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

প্রহসন।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে

ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৬৬ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ভক্তপ্রসাদ বাবু।

পঞ্চানন বাচস্পতি।

আনন্দ বাবু।

গদাধর।

হানিফ্ গাজি।

রাম।

পুঁটি।

ফাতেমা (হানিফের পত্নী।)

ভগী।

পঞ্চী।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্করিণী তটে, বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিফ গাজীর প্রবেশ।

হানি। [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।] এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আনতি পাল্‌লাম না—খোদা তালার মর্জ্জি!

গদা। বিষ্টি না হলো কি কখন ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কর্ত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর্ মাথা কর্‌বো? এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গল-খান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম্। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখের ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কর্ত্তাবাবু এদিকে আসচেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বল্‌তে কসুর্ করবো না। দেখ কি হয়।

[ভক্তবাবুর প্রবেশ।]

হানি। কর্ত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত [বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া।] হ্যাঁরে হানফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্‌নে কেন রে, বল তো? [মালা জপন।]

হানি। আগো কর্ত্তা, এবারহার ফস-লের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল?

হানি! আগো, আপনি হচ্যোন কর্ত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্ —খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কাল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম্ বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা——

গদা। আজ্ঞেএএএ

ভক্ত! এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে [হানিফের প্রতি] চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙগাল রাইওৎ! আপনার খায়্যে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। [গদার প্রতি জনান্তিকে] তুই ভাই আমার হয়ে দুএটা কথা বল্না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। [ভক্তের প্রতি জনান্তিকে] কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হানফেকে এবারকার মতন্ মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখ্ছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ্ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। [মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে] অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কিরে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্চি? আপনি তাকে দেখ্তে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া] মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ-ভক্ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া] মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তোন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচো;— বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা, ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্ এদিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি! কত্তামশায়, অল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ানজীকে দে গে।

হানি। [সহর্ষে] যাগো কর্ত্তা, [স্বগত] বাঁচলাম ! বারো গোণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধে আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। [প্রকাশে] সালাম কর্ত্তা।

[প্রস্থান।]

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে এ এএ

ভক্ত। এ ছুঁড়িকে তো হাত্ কত্তে পারবি ?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি ? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে———

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা ! বলিস্ কি ?

গদা। আজ্ঞে এর কম্ হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ি বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। [নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া] ও কে ? বাচস্পতি না ?

[বাচস্পতির প্রবেশ।]

কেও ? বাচস্পতি দাদা যে ! প্রণাম ! এ কি ?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা-ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে ! [রোদন]।

ভক্ত। বল কি ? তা এ কবে হলো ?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি ?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়ে ছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা ! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এদায় হত্যে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে ! যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে !

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন ?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে— "গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই, অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কু-সময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্তে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের ? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার কর্য্যে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্তে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা ; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না ; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন। [দীর্ঘ-নিশ্বাস] এক্ষণে আমি তবে বিদায় হলেম।

ভক্ত। [স্বগত] প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ির কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

[চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ।]

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। [গাত্রোত্থান করিয়া] দীনবন্ধো! তুমি যা কর। আঃ, এ ছুঁড়িকে যদি হাত কত্তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হানিফ্‌ গাজীর নিকেতন সম্মুখে।

(হানিফ্‌ এবং ফতেমার প্রবেশ।)

হানি। বলিস্‌ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্‌ছি।

হানি। [সরোষে] এমন গরুখোর হারামজাদা কি হুঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মারো, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মকদুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে, আর মোর্‌ বুন্‌, কখনো বারয়ে গিয়ে তো কশবগিরি করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর্‌ কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আস্‌তেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তে পাত্তাম, তা হলি গাটা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল; মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্তে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু, পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ী-তেও আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু, কুকড়র পাখা, প্যাজের খোষা। থু, থু, তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কর্ম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পর-কাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্ণব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান—ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্‌ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এ সব কথা বল্‌তে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠ্‌বে। আর ভক্তবাবুর যদি যুব-কাল থাক্‌তো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ি যদি নারাজ হয়ে রাগতো তা হলো নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়।

(উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আচিস্‌?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

[ফতেমার প্রবেশ]

ফতে পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্‌ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দতি গেছে।

পুঁটি। [স্বগত]. আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত [প্রকাশে] ও ফতি তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বল্‌বো?

পুঁটি। আর কি বল্‌বি, সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে বাঁদি হয়ে থাকবি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম্ ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাব্‌তে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ, পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিস তো তাও বল্, আমি চল্‌লেম্।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নাই।

ফতে। [চিন্তা করিয়া] আচ্ছা ভাই দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন। দে, টাকা দে। তা ভাই, একথা তো কেউ মালুম্ কত্যি পারবে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর একথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হলোম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুল মান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস বল্ দেখি। সে যাহোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম্ পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরী।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁববাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম্ মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম্ করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্‌লেম্। [প্রস্থান।]

[হানিফের পুনঃপ্রবেশ।]

হানি। [নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে] হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়ায়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জৎ মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি যেন ইয়াদ্ থাকে, আর তুই সমুঝে চলিস; বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত্ না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাব্‌তি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আসতেচে, আমি পালাই। [প্রস্থান।]

[বাচস্পতির প্রবেশ।]

বাচ। [স্বগত] অনেক কাষ্ঠের দেখ্‌ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুল গাছ-টাই কাটা যাউক না কেন ? আহা ! বাল্যা-বস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] দূর হোক্ ও সব কথা আর এখন ভাব্‌লে কি হবে। [উচ্চৈঃস্বরে] ও হানিফগাজী।

হানি। আগো, কি বল্‌চো ?

বাচ। ওরে দেখ্‌ একটা তেতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি ?

হানি। পারবো না কেন ?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখান নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা ?

বাচ। আরে ওকথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্ ? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না ; তার পার কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার্ করেচি। [দীর্ঘনিশ্বাস] সকলি কপালে করে !

হানি। [চিন্তা করিয়া] ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাতে মোর থোড়া বাৎ চিত আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্‌না কেন ?

হানি। আগ্যে না, একবার ঐ দিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

[ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ।]

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল্ ?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চারঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েৎ না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো ?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মি একথা টের পাল্যি আমাগো দুজন-কেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। [সত্রাসে] সে সত্যি কথা। উঃ ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। [স্বগত] দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয় ; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

[বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ।]

বাচ। শিব ! শিব ! এ বয়েসেও এতো ? আর তাতে আবার যবনী ! রাম বলো ! কলিদেব এত দিনেই যথার্থ-রূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হল্যেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম্ তাতে যেন

খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্‌ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পার্‌বে!

হানি। য্যাগো, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুলখান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে চল।

[উভয়ের প্রাস্থন।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটক্‌খানা।

ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। [স্বগত] আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? [হাই তুলিয়া] দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চীছুঁড়িকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনক পদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম্ না হে। সসাগরা পৃথিবীকে জয় করো পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যোন। যা হোক, এখন যে হানেফের মাগটাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখ্‌তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা! [চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া] ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

[আনন্দ বাবুর প্রবেশ।]

কেও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। [প্রণাম ও উপবেশন করিয়া] আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেস্ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কল্‌কাতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাকতেম্ বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখা পড়া হচ্যে কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দুকালেজে আর ছুটি নাইং।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে বাপু?

আন। আজ্ঞে ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন কিম্বা চালাক্ বল্‌লে আমরা বুঝ্‌তে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্‌চে না?

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অব-হেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানি মত——

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকা-প্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য। ভাল, আমি শুনেছি যে কল্‌কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে; কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালি, তাঁতি, জোলা, তেলি, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌ছি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন্ দিন্ বাড়ছে বই ত নয়! [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] রাধে-কৃষ্ণ!

[গদাধরের প্রবেশ।]

কে ও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। [এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]।

ভক্ত। [ইসারা]।

গদা। [ঐ]।

ভক্ত। [স্বগত] ইঃ, আজ্ কি সন্ধ্যা হবে না নাকি। [প্রকাশে] ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকলে মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু!

গদা। [স্বগত] নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বা! কর্ত্তা-বাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে। আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে?

নেপথ্যে। [শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ কর-তাল ইত্যাদি]।

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। [স্বগত] এখন বাবুরা তো গেলো। [চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া] দেখি একটু আরাম করি। [গদির উপর উপবেশন]। বাঃ! কি নরম্ বিছানা গা। এর্ উপরে বসলিই গাটা যেন ঘুম্ ঘুম্ কত্যে থাকে। [উচ্চৈঃস্বরে] ও রাম্।

নেপথ্যে। কে ও!

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি একছিলিম্ অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচ্চি।

গদা। [তাকিয়ায় ঠেশ্ দিয়া স্বগত] আহা, কি আরামের জিনিস্। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের

সঙ্গে বাটী বাটী ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেশ্ দিয়ে বসে, তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে?

[তামাক লইয়া রামের প্রবেশ।]

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসেছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুকটা দে। কর্ত্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো আরও ভাল হতো। [হুঁকা গ্রহণ]।

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা।

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গাটা টেপ্‌তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই এক্‌বার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকাটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম [গাত্র টেপন্]।

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন করে কি টিপ্‌তে হয়?

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো। হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম্, হা! হা! হা!

রাম। [নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া] পালা রে পালা, ঐ দেখ্ কর্ত্তাবাবু আসচে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে ২ বেগে প্রস্থান।

গদা। [গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত] বুড় বেটা এমন্ সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ঈস্! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়। শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা।

[ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ।]

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে দেখে আয় গে!

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। [স্বগত] এই তাজ্‌টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভাল বাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। [উচ্চৈঃস্বরে] ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আনতো। [স্বগত] দেখি, একটু আতর গায় দি! নেড়েরা আবাল-বৃদ্ধবনিতা আতরের খোসবু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো।

[বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ।]

ভক্ত। [আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ

করিয়া] এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। [পরিক্রমণ করিয়া স্বগত] আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌চে না? বেটা কুড়ের শেষ।

[গদার পুনঃপ্রবেশ।]

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।

বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ।

বাচ। ও হানিফ্?

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ্‌ছি কেউ আসেনি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থগাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মরজি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস।

হানি। ঠাহুর্, তাতো থাক্‌পো; লেকিন্ আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবীর গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোসরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। [স্বগত] বেটা একে সাক্ষাৎ যম দূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ্ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। [প্রকাশে] দেখ্ হানিফ্, অমন রাগ্‌লে চলবে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার লহু গরম্ হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিসপিস কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিলায়ে গোরাম ছাড়া যায় আর কি?

বাচ। না তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস তবে আমি চল্যেম। [গমনোদ্যত]।

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে তো শালারে সোধ দিতে পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌বো এখনে।

বাচ। তবে চল্, ঐ গাছে উঠে চুপ্ করে বসে থাকিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।]

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দুকোশ পাঁচকোশ যেতে হবে

না। তা এইখেনে দাঁড়া না? কত্তাবাবু ততক্ষণ আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন কোরে থাক্‌পো।

পুঁটি। [স্বগত] বলে মিথ্যা নয়। যে অন্ধকার, গাটাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। [পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া] আঃ এর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। [গমনোদ্যত]।

পুঁটি। [ফতের হস্ত ধারণ করিয়া] আমর্, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? [স্বগত] হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হলো আর তাকে কে খেতে চায়? [প্রকাশে] তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদমি একথা মালুম কত্তি পালি মোরে আর আস্তো রাখপে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস কেন? সে কেমন করে জানতে পারবে বল; সে কি আর এখানে দেখতে আসচে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। [সচকিতে স্বগত] ওমা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! [ফতেকে ধারণ।]

ফতে। [বিষন্ন ভাবে] তুই যদি না ছাড়িস ভাই তবে আর কি কর্‌বো; এখনে আল্লা যা করে! তা চল্ মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই; আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্‌তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই খানেই ভালো। [স্বগত] আঃ, এ বুড় ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতে। [সচকিতে] ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে দুজন আসচে, আমি ভাই ঐ মসজিদের মদ্দি সুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐ খানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তা-বাবুই বা হবে। [দেখিয়া] হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আসচে। আঃ, বাঁচলেম্।

ফতে। না ভাই, মুই তবে যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

[ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ]

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন বলে আমরা আরো ভাব্‌চিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। [স্বগত] আঃ। যবনী হোলো প্রাণ বয়ে গেল কি? ছুঁড়ি রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এরে আস্তাকুড়ে সোনার চাঁদ! [প্রকাশে গদার প্রতি] গদা তুই, একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিগে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি এটী তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিগে একবার চাইতেও কি নাই? [ফতের প্রতি] সুন্দরি, একবার বদন্ তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। [স্বগত] আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস-চেহারা কি হাড়ির ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!

পুঁটি। [স্বগত] কর্ত্তা আজ বাদে কাল সিঙ্গে ফুকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ওমা! ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে গা? [প্রকাশে] কর্ত্তা-বাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল।

পুঁটি। আমর, এক্‌শো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বলচে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্, নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কর্ত্তাবাবুকে পেলে কত বামুন কায়েতের মেয়ে বর্ত্তে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস, তোদের জাত আছে, না ধর্ম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান যে, বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। [অঞ্চল ধারণ করিয়া] প্রেয়সি তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চাঁদোপুরুষ!—

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যেক্ষণ থাক সেইক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥"

তা দেখ ভাই, বুড় বলো হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। [স্বগত] ভেলা মোর ধন রে? ঐই তো বটে।

পুঁটি। কর্ত্তাবাবু, ফতির ভয় হচো যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। [চিন্তিত ভাবে] অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাইবা কোন ছার?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? [সকলের ভয়।]

ভক্ত। [সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া] অ্যাঁ—আ—আ—আ—আমি না! ও বাবা! একি? কোথা যাব!

পুঁটি। [কম্পিত কলেবরে] রাম রাম—রাম—রাম! আমি কখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। [কম্পিত কলেবরে] আগে বাঁচি, তবে—

[নেপথ্যে হুঙ্কার ধ্বনি।]

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! [ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।]

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মাগো—কি হবে!

[নেপথ্যে]। এই দেখ্‌না কি হয়?

ভক্ত। [কর যোড় করিয়া সকাতরে] বাবা! আমি কিছু জানি নে; দোহাই

বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। [অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত]।

[ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদ প্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান]।

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

[নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে." এবং প্রবেশ]।

গদা। [দেখিয়া] এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন্! আঃ! বাঁচলেম্; বামুনের কাছে ভূত আসতে পায় না! [পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া] বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। একি! কত্তাবাবু যে এমন্ করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। [বাচস্পতিকে দেখিয়া গত্রোত্থান করিয়া] কে ও? বাচ্ পোঃ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ্ ভূতের হাতে মরে ছিলেম্ আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। [চেতন পাইয়া] রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি, সে টা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন উঠ্।

পুঁটি। [উঠিয়া] গিয়াছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে! [বাচস্পতিকে দেখিয়া] ওমা! এই যে ভট্টচাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ! কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম্, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এখানে এলেম্। তা বলুন দেখি ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এতো দেখছি হানিফগাজীর মাগ্।

ভক্ত [স্বগত] এক দিকে বাঁচলেম্, আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? [প্রকাশে বিনীত ভাবে] ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তো আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম্ তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বলচি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে একথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্বো।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন গোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কালই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমী ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম্, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি কর্য়্যো যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। [হাস্যমুখে] কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্তো স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার

প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গই বা প্রয়োজন কি ?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

[স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজির প্রবেশ]

হানি। কত্তাবাবু সালাম করি।

ভক্ত। [অতি ব্যাকুল ভাবে] এ কি ! অ্যাঁ ! এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ?

হানিফ !—[হাস্য মুখে] কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্তে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে; তাই তারে টুড়তি টুড়িতি আস্তে পড়িছি। আপ্‌নার যে মোছলমান হতি সাধ্ গেছে, তা জানতি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল ? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ্ আপ্‌নারে আস্তে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্তি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন ? তোবা ! তোবা !

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া নম্রভাবে] বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপরে অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন ? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপ্ একথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই॥ হে বাবা, তোর হাতে ধরি !

হানি। সে কি, কত্তাবাবু ?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখানে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেচেন, এর্ চেয়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে ? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুম্ গো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ !—বলিস্ কি হানিফ্ ? ও বাচ্‌পোৎ দাদা, এই বারেই তো গেলেম্। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। [ঈষৎ হাস্য মুখে] ওরে হানিফ্, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। [হানিফ্‌কে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন]।

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে ! একে তো অপমানের শেষ, তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দুভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হৌক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতি। [অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে] কেন, কত্তাবাবু ?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না ?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত !

ফতি। সে কি, কত্তাবাবু ?—এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম্, আরো কি কি হচ্ছেলাম্ ; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর ? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম্। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। [জনান্তিকে] ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো !

পুঁটি। উঠুক্ বাছা ; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে ? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি ?

বাচ। [অগ্রসর হইয়া] কত্তাবাবু, আপনি হানিফ্‌কে দুটিশত টাকা দিন, তা হইলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম্। বাচ্‌পোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞা না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। [চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেম্ যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এই-রূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হস্তে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম্। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্‌বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম্, তেম্‌নি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্ম্মতি যেন আমার কখন না ঘটে।

বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড়গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম, "বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥

[সকলের প্রস্থান।]

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।